গল্পের গভীরে যাওয়ার আগে

বিখ্যাত ইটালিয়ান সিনেমা নির্দেশক, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক দারিও আর্জেন্তো বলেছিলেন, "Horror is like a serpent, always shedding its skin, always changing." ভয় হল মনের এমন একটি অবস্থা যা আমাদের কল্পনা করতে শেখায়। হ্যাঁ, সম্ভবত সবচেয়ে দ্রুত ও ভয়ংকর। মানুষ ভয় পায় কখনও ভয় পেতে চায় আবার কখনও ভয় পেতে ভালোবাসে। আমার এই বইটির বিষয়বস্তু হল ভৌতিক ও ডার্ক ফ্যান্টাসির গল্প। মানুষের চিন্তার গভীরতর স্তরের কোনও গোপনতম কুঠুরির ভেতর থেকে উঠে আসা কোনও ভয়াবহ ফ্যান্টাসি বা কল্পনাকে আশ্রয় করে লেখা গল্প হল ডার্ক ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসি, যা আমরা লুকিয়ে রাখি, যার প্রকাশ হয় শুধুমাত্র কল্পনায়।

আমার এই গল্প সংকলনে আমি লিখেছি সতেরোটি ভৌতিক ও ডার্ক ফ্যান্টাসির গল্প। পাঠক, আপনি এই মুখবন্ধের উপরোক্ত শিরোনামটি পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই সংকলনটি পড়বার আগে আমি লেখক হিসাবে কিছু কথা লিখতে চাই। এই সংকলনের গল্পগুলো পড়লে একটা গা শিরশিরে চটচটে ভৌতিক অনুভূতির জগতে আপনি বিচরণ করবেন। শুধু তাই নয়, শিহরনের সঙ্গে আপনি আবার মাঝে মাঝে হরর কমেডির গল্প পড়ে ফিক করে হেসেও ফেলবেন। এই সংকলন তার ইচ্ছেমতো আপনাকে একবার নিয়ে যাবে পাতালের নিঝুম অন্ধকারে আবার আপনার জন্য তুলে আনবে মজার ফোয়ারা। প্রিয় পাঠক, এই কাল্পনিক জগতে আপনি হলেন নৌকার সেই যাত্রী যিনি তাঁর পথ ও দিকের বিষয়টি নির্দ্বিধায় তুলে দিয়েছেন লেখকের হাতে। এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষরের পরতে জড়িয়ে রয়েছে ভয়ংকর ভয়। আপনি সেই মারাত্মক মনস্তত্ত্বকে, সেই রোমহর্ষক রোমাঞ্চকে অনুভব করার জন্য তৈরি হন।

তাহলে আর দেরি কেন? আসুন, পাতা ওলটান আর ডুব দিন গল্পের গভীরে, অ্যাড্রিনালিনের রাশকে উপভোগ করুন, ভয়কে করুন উদযাপন।

নৈহাটি
১৫.০১.২০২৫

অনুভা নাথ

সূচিপত্র

চোরাটান	৯
আদিম	২২
পাতাল সমাধি	৩৫
জান কবুল	৪৭
গন্ধ	৫৩
ভূতের রাজা দিল বর	৫৮
তৃষিত ক্যাকটাস	৬৫
সময়ের বেড়াজাল	৭৮
রৌরব	৮৬
মগ্ন মৈথুন	৯৮
রহস্যময় পর্দা	১০৬
অজ্ঞাত অবয়ব	১১৩
জ্যোৎস্না মাটি	১২৬
অসুর	১৩৩
ভূতের পাঁচালি	১৪১
ফল্গুধারা	১৪৬
জটার দেউলের ভয়ংকর অভিশাপ	১৬৩

চোরাটান

“আজ কলেজ থেকে ফাইনাল ইয়ারের রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রেজাল্ট ভালো হয়েছে। ক্যাম্পাসিংয়ে চাকরিও পেয়েছি। কিন্তু কেরিয়ার, পড়াশোনাই তো সব কিছু নয়। এই যে আজ বাসে রুদ্র অপর্ণার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি ওদের দেখেই বুঝেছি, কিছু একটা চলছে। রুদ্র কখনও আমার দিকে অমন করে তাকায় না। অথচ, ওর এই চার বছরের ক্লাসের সমস্ত নোটস্, ল্যাব রিপোর্ট সব তো আমারই করে দেওয়া। আমি ধীরে ধীরে মুখ বাইরের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। আমি কি এমন করে একাই থাকব? আমার কি কোনও বন্ধু, প্রেমিক বা স্তাবক থাকবে না?”

এই পর্যন্ত লিখে মৌনিকা ডায়েরিটা বন্ধ করল। এখন রাত একটা। জানলার বাইরের কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই ওর ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। চকিতে আয়নার দিকে চোখ গেল। মৌনিকা নিজেকে আয়নায় দেখতে দেখতে মনে মনে বলে উঠল, “এমন কালো গায়ের রং, তার উপর চোখ নাক ভোঁতা, সারা মুখ জুড়ে পক্সের দাগ, যেন কেউ নির্বিচারে আমার মুখের উপর কাঁটা চামচ চালিয়েছে। পুরুষমানুষ কেন পছন্দ করবে আমায়?”

এক

মনসুং গ্রামটি এই কয়েকদিনেই মৌনিকার ভীষণ ভালো লেগে গেল। কালিম্পং থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গের এই বসতিটির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এখানে পাহাড়ি নদী রঙ্গিতের উপর ওদের কোম্পানি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করার বরাত পেয়েছে। মৌনিকা রঙ্গিতের কাছে একটি গেস্ট হাউসে রয়েছে। গেস্ট হাউসে নিজের ঘরের মধ্যে নদীটির বয়ে চলার কলকল শব্দ দীর্ঘক্ষণ শুনতে শুনতে ওর মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি নদীটি কথা বলছে ওর সঙ্গে। আনমনা মৌনিকা তখন নিজের অজান্তেই ভাবতে বসে আকাশপাতাল কথা।

“সকালে ঘুমের মধ্যে আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি কোনও শক্ত-সমর্থ পুরুষ

আমাকে তার বুকের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, সেই বুকের ওম তরঙ্গের মতো আমার সারা শরীর জুড়ে শিহরিত করছে। কী আরাম! তারপরই আমার মনে হল, আমি সুন্দরী নই, আমাকে কার পছন্দ হবে? এ শুধু মনের ভুল। আমাকে বুঝি সমস্ত জীবন এভাবেই একা একা কাটাতে হবে। গতকাল রুদ্র ফোন করেছিল, অপর্ণার সঙ্গে লিভ-ইন করছে। আর আমি? আমি এই প্রত্যন্ত গ্রামে এসে সব কিছুকে প্রাণপণ ভুলতে চেষ্টা করছি। সেটা করতে গিয়ে সব কিছু আরও বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার বাইশ বছরের জীবন বড়ো একা, বড়ো নিঃসঙ্গ।"

মৌনিকা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর ডায়েরিটা ওর ব্যাগে ভরে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করল। কাল ওকে শিলিগুড়ির অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। মৌনিকা গুনগুন করে গাইতে গাইতে চানঘরে ঢুকল। গিজার থেকে গরম জল বালতিতে নিতে নিতে আলগোছে পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঘষা কাচের আগল পেরিয়ে বাইরে কোণাকুণি একটু দূরে নীচে রঙ্গিত বয়ে চলেছে। সে পান্না রঙের জলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল। কেমন একটা চোরা টান, যেন নদীটা ওকে কিছু বলতে চায়। সেই টানের মধ্যে একটা মাদকতা আছে, মৌনিকা স্নান করতে ভুলে গেল। গিজারের গরম জল বালতি ছাপিয়ে সমস্ত বাথরুমে ছড়িয়ে পড়ল।

সম্বিৎ ফিরল মোবাইলের শব্দে। নেশায় উন্মত্ত মানুষকে ঘোর কাটাতে বললে সে যেমন চোখেমুখে বারে বারে জলের ছিটে দেয়, তেমনই মৌনিকা নিজের এমন ভাবনা থেকে নিজেকে জাগিয়ে তুলল। এসব কী ভাবছে সে? মাথা খারাপ হয়ে গেল? শিলিগুড়ির অফিসে মৌনিকার সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। তার মধ্যেও মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে আজকের সকালের কথা ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল।

"ম্যাডাম, আপনি জানেন? আপনি সারাদিন যে কলকল শব্দটা শুনতে ভালোবাসেন সেটা আমিও বাসি।"

মৌনিকা শিলিগুড়ির অফিসের ওয়াশরুমে আয়নায় বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে-হাত ধুচ্ছিল। সাদা রঙের দেয়ালের সঙ্গে সাদা দরজা ও বেসিনের রঙ মিশে গিয়ে যেন এক অদ্ভুত ক্যামফ্লেজ তৈরি হয়েছে। মৃদু আলোয় ওয়াশরুমটিকে মনে হচ্ছে যেন একটা আলাদা জগৎ। মৌনিকা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শুনে চমকে আয়নার দিকে তাকাল। ওর ঠিক পিছনেই একটি মেয়ে

দাঁড়িয়ে। অথচ মৌনিকা কারোকেই ওয়াশরুমের মধ্যে ঢুকতে দেখেনি। মেয়েটি যেন মাটি ফুঁড়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির চেহারার মধ্যে কী যেন একটা অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে। ওর কালো শাড়ি জুড়ে একটি ড্রাগনের অবয়ব আঁকা। ভয়ংকর দর্শন ড্রাগনটির মুখ থেকে লেলিহান আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। সেই তাপ যেন চকিতে মৌনিকাও অনুভব করল। ও ভয়ার্ত গলায় বলল, "কে কে আপনি? আআআ আমাকে কেন এসব কেন বলছেন?"

"শরীর, বুঝলেন ম্যাডাম। আপনার শরীর তাকে পেতে চায় না?"

মৌনিকা নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। সে মেয়েটির থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলল, "কী বলছেন? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মেয়েটি কোনও কথা না বলে চোখ বড়ো বড়ো করে হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে তেমনই অস্বস্তিকর ফিসফিসে স্বরে বলল, "আমার চোখটা দেখেছেন? কেমন হালকা রং! রঙ্গিত আমার চোখের মণির সব রং টেনে নিয়েছে।"

মৌনিকা ঠিক তখনই মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে ওর চেহারার অসামঞ্জস্যতা বুঝতে পারল।

মেয়েটির চোখের মণি অস্বাভাবিক ঘোলাটে সাদা।

নিজের অজান্তেই ওর গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশরুমের দরজা ঠেলে দুজন মহিলা ঢুকলেন। তারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? যা চটপট অন্য ওয়াশরুমগুলো পরিষ্কার কর।"

রহস্যময়ীটি মৌনিকার দিকে তাকিয়ে ক্রূর হেসে চলে গেল। মৌনিকা কিছু বলার আগেই একজন মহিলা ওকে বললেন, "দিদি, ওর সঙ্গে কী কথা বলছিলেন? ওর তো কোনও কথাই বোঝা যায় না। ওর জিভ কাটা।"

মৌনিকা হতভম্ব হয়ে ওয়াশরুমেই দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির জিভ কাটা হলে সে কেমন করে কথা বলছিল? সে আর কিছু ভাবতে পারল না, কাঁপতে কাঁপতে ওয়াশরুমের বাইরে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে বসে শিলিগুড়ির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে সে ভাবছিল, কেন এমন ঘটল?

গাড়ির কাচের বাইরে তখন পুরু রাত তার ঘন কালিমা বুঝি বিশ্ব

চরাচরের সর্বত্র লেপে দিতে ব্যস্ত। একদিকে অচেনা ভালো লাগার চোরা টান, অন্যদিকে আজকের এমন অদ্ভুত ঘটনার কারণ সন্ধান এই দু'য়ের টানাপোড়েনে মৌনিকা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সন্ধ্যাবেলা মৌনিকা শিলিগুড়ির হোটেলে ফিরল। সন্ধ্যার আকাশে তখন জমে রয়েছে কালো মেঘের আবছা ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হল, বুঝি আকাশ আর মেঘের মধ্যে কোনও গোপন আলাপ চলছে। তখনই মৌনিকার নদীটির কথা মনে পড়ে গেল। ওর অভ্যস্ত কানে তখন রঙ্গিতের কুলকুল শব্দ নেই। সে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগল। মৌনিকার যেন নিজের উপর কোনও বশ নেই। ওকে চালনা করছে অন্য কেউ। সে ধীরে ধীরে নিজের জামাকাপড় খুলতে শুরু করল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সে আবার আয়নার দিকে তাকাল। মৌনিকার চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে, চোখের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। ওর সারস পাখির মতো লম্বা বাদামি গলার নীচে দুটো নরম খরগোশ যেন নদীর স্পর্শ পাওয়া জন্য ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গভীর নাভির পরতে পরতে যেন লেগে রয়েছে কী এক অজানা বাষ্প। ওর দুই ঊরুর মাঝে হালকা জেগে থাকা ত্রিকোণ অংশ জুড়ে বুঝি চলছে এক অতৃপ্তি। ওর ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল ক্রূর হাসি। মৌনিকা বাথরুমে বাথটবে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। সমস্ত শরীর সে জুড়ে তখন যেন রঙ্গিতের স্রোত অনুভব করছে। ওর মনে হল, পুরুষরূপী রঙ্গিত তার বলিষ্ঠ শরীর নিয়ে মৌনিকাকে পিষে দিচ্ছে। তার নরম জলের রাশি লেহন করছে মৌনিকার প্রতিটি রোমকূপ। ওর নরম দুটি বাদাম রঙা খরগোশ যেন রঙ্গিতের হাতের মুঠোর মধ্যে ভেঙেচুরে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে রঙ্গিতের জলের ছোঁয়া মৌনিকা কোমরের নীচে অনুভব করল। ওর অনন্ত গুহায় এতদিন ফল্গুধারার মতো বয়ে চলা সুধা রঙ্গিতের তীব্র জল ভাসিয়ে দিল। তীব্র শীৎকারের শব্দে ভরে উঠল মৌনিকার হোটেলের বাথরুম।

দুই

"কোনও পুরুষের কামার্ত স্পর্শ কেমন লাগে? একান্ত নিজস্ব একটা পুরুষ থাকবে, এমন স্বপ্ন নারী মাত্রই দেখে। তার আর্দ্রতায় নারী হয়ে ওঠে সম্পৃক্ত। উফ্, কী আরাম। জীবনে প্রথমবার এমন শরীরী সুখ পেলাম। আমি লিখে বোঝাতে পারব না। সারাটা দিন সারা রাত রঙ্গিতের নেশা ধরানো ঝিম আবেশে মন ভরে থাকে। শরীর যেন উজাড় করে পান করতে চায় সেই মুহূর্তগুলো। মনে হচ্ছিল, ওই সময়ের আবর্তে থমকে গেছে আমার জীবন। আমি আর কিছু চাই না, এই নেশার পরতে জড়িয়ে থাকতে চাই সারা জীবন।"

"দিদি, আপনি কাল রাতে নদীর ধারে গিয়েছিলেন?" চুরকার প্রশ্নে মৌনিকা মুখ তুলে তাকাল। তারপর ডায়েরিটা বন্ধ করে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কেন?"

"দিদি, আমি এই গেস্ট হাউসের অনেক দিনের কুক। আপনার আগেও অনেকে এখানে থাকতে এসেছেন। আমাদের মালিক সকলকেই বলে দিয়েছিলেন, বেশি রাতে নদীর ধারে যাবেন না।"

তারপর গলার স্বর খাটো করে চুরকা আবার বলে উঠল, "উ নদীটা ঠিক নেই।"

"মানে? কী বলতে চাইছ?" মৌনিকা ভ্রূতে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞাসা করে।

"না, আমি বেশি কিছু জানি না, দিদি। এদিক-ওদিক কথা চলে তাই বললুম। তাছাড়া সাপখোপও থাকতি পারে, না যাওয়াই তো ভালো।"

শিলিগুড়ি থেকে মনসুং ফিরে ইস্তক এই দু'দিনে মৌনিকা যেন নদীটার নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে। ও প্রথমে ভেবেছিল, হ্যালুসিনেট করছে। কিন্তু সেদিন অফিসের বাথরুমে অদ্ভুত দর্শন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল। তাছাড়াও মৌনিকার ঊরুতে কালসিটে দাগ নদীটির সঙ্গে তার ভালোবাসার প্রমাণ দিচ্ছিল। এই কয়েকদিনে সে রঙ্গিতের প্রতি যেন আরও বেশি করে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মৌনিকা আজ সাইটে রঙ্গিতের পাশে কাজ করার সময় বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। ওই পান্না রঙের গভীর জলের সবটুকু নিজের শরীরে মেখে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছিল ওর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ।

আজ বিকেলে অফিস থেকে ফিরে ডায়েরি লিখতে লিখতেই সন্ধ্যা নেমে

গিয়েছিল। মৌনিকা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। একটু দূরে তখন ক্ষয়াটে চাঁদের আলোয় রঙ্গিতকে দেখে মনে হচ্ছে যেন রুপোগলা তরল। চকচকে সাদাটে রঙের আড়ালে কী এক অজানা আকর্ষণ নিয়ে বয়ে চলেছে। মৌনিকা চুরকার সতর্কবার্তা ভুলে গেল। এই টানকে উপেক্ষা করার মতো জোর তার যে নেই। সে নেশাগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলল রঙ্গিতের দিকে।

"এখন সকাল নয়টা। আমি মনসুংয়ের গেস্ট হাউসে নিজের ঘরে বসে ডায়েরি লিখছি। তবে, এটা আমার আগের ডায়েরি নয়। এটা আমি গতকাল পেয়েছি। কাল রাতের কথা লিখতে গিয়ে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! একটা সময় ছিল যখন নিজের রূপ নিয়ে আমি হীনমন্যতায় ভুগতাম। রঙ্গিত আমার সেই কষ্ট দূর করেছে। পৌরুষের সীমাহীন আনন্দের জোয়ারে আমায় ভাসিয়েছে বারবার। কাল আবছা চাঁদের আলোয় আমি যখন রঙ্গিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন যেন সে আমায় তার নিজের মধ্যে ডুবে যেতে বলছে বলে আমার মনে হল। আমি বড়ো বড়ো পাথর টপকে আরও সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কালো আকাশের সামিয়ানায় চাঁদের আলো ফিনফিনে চাদরের মতো যেন নদীটার উপর একটা সাদা পরত তৈরি করেছে। রঙ্গিতের রং দেখে আমার চকিতে সেদিন ওই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল। এই মুহূর্তে রঙ্গিতকে ওই মহিলার চোখের মণির রঙের মতোই দেখাচ্ছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিতের হাতছানিও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। আমার ভিতরেও যেন একটা অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করছিলাম। ঠিক তখনই, মনে হচ্ছিল আমি বুঝি এই নির্জন নদীধারে একা নই। আরও কেউ অলক্ষে আমাকে দেখছে। তারপরই আমার সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। ভীষণ লম্বা, সরু চেহারার মানুষটি অস্থিচর্মসার। মনে হচ্ছে শরীরে রক্ত বলে কিছু নেই। মাথা কামানো। কালো রঙের একটা আলখাল্লা পরে রয়েছে। চাঁদের অল্প আলোয় লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোটরগত চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটি বলল, "রঙ্গিত অমন সকলকে আদর করতে চায়। তোমাকে আমাকে। আমরা যারা একা, যারা বিভিন্ন কারণে হীনমন্যতায় ভুগি, আমাদের শূন্যতা সে ভরিয়ে রাখে নিজের শরীর দিয়ে। তারপর আমাদের সে দান করে অনন্ত যৌবন আর অপার্থিব জীবন। সেই জীবন জুড়ে রয়েছে সুখ যা মরজগতের কেউ আমাদের দিতে পারবে না।"

আমায় তখন যেন বোবায় পেয়েছিল। লোকটিকে আমি কোনও কথাই

জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। লোকটি আবার বলে উঠল, "তুমি এটা রাখো। এখান লেখা আছে গোপন জবানবন্দি।"

তাকিয়ে দেখি খয়েরি চামড়ায় মোড়া একটা ডায়েরি। আমি হাত পেতে ডায়েরিটা নিলাম। ক্ষণিকের অন্যমনস্কতা, তার পরই দেখলাম রহস্যময় লোকটি আর নেই।

আমার তখন যেন অপেক্ষা করার আর অবসর নেই। রঙ্গিতের স্রোতের মতোই ওর টানে ভেসে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার সামনে জলের রংটা যেন আবারও রং বদলে ক্রমশই একটু আগে দেখা লোকটির গায়ের রঙের মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিল। আমি ডায়েরিটাকে একটা বড়ো পাথরের উপর রেখে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। আগুনে পোড়া মানুষ ঠান্ডা জলের স্পর্শে যেমন হয়ে পড়ে তেমনই তীব্র আরামে আমার স্নায়ু যেন বিকল হয়ে পড়ল। আমার সামনে রঙ্গিত আর চাঁদের আলো ছাড়া বুঝি বিশ্ব চরাচরে আর কেউ নেই, কিছু নেই। এই জল আমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল, রঙ্গিতের স্রোত পুরুষের কামার্ত দণ্ডের মতো আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমার লজ্জা, ভয়, চেতনাকে জলের প্রতিটি কণা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার নিজস্ব অস্তিত্বের দখল নিয়েছে এই নদী।

ধীরে ধীরে আমার চেতনা লুপ্ত হল। গভীর ঘুমে যেন জড়িয়ে গেল আমার শরীর। ঘুম ভেঙে দেখি আমি আমার ঘরের বিছানায় শোয়া। সারা শরীরে জমে রয়েছে গত রাতের আদরের মিষ্টি ব্যথা। আমি এখন কালকে রাতে পাওয়া ডায়রিতে লিখছি। একরাতের মধ্যে আমার এই ডায়েরিটা বড়ো প্রিয় হয়ে উঠেছে।"

তিন

"মৌনিদি, গতকালের ড্রইংয়ের হার্ডকপিটা এখুনি লাগবে। তোমার অফিসে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?"

"শ্বেতা, আমি তো সাইট ভিজিটে এসেছি। তুই এক কাজ কর, আমার ব্যাগের মধ্যে ফাইলে ড্রইংটা রয়েছে।"

মৌনিকা ফোনটা কেটে দিয়ে সার্ভের কাজ দেখতে লাগল। আজ সারাদিন সাইটেই কাটবে, বিকেলের দিকে ও অফিসে ফিরবে। আজকাল ওর আর

কোনও কাজে মন বসে না। নির্জনে রঙ্গিতের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা ভাবতে ভালো লাগে।

বিকেলে মৌনিকা যখন অফিসে পৌঁছালো তখন অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছে। সে দেখল, ওর ডেস্কের পাশে শ্বেতার টেবিলে তখনও আলো জ্বলছে। সামনে গিয়ে দেখল, শ্বেতা মৌনিকার আগের দিনে পাওয়া ডায়েরিটা উলটে পালটে দেখছে। মৌনিকা ওর হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিটা ছিনিয়ে নিল। তখনই শ্বেতা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "এমন অদ্ভুত রঙের ডায়েরি দেখে হাতে নিয়ে দেখছিলাম। এটার কভারের রংটা যেন মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে বদলে যাচ্ছে! আর কেমন একটা আবছা করে মানুষ আঁকা। তবে সেটা ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। ভিতরে নেপালি, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি আর এক জায়গায় তো দেখলাম জার্মান ভাষায় কিছু কিছু করে জবানবন্দির মতো লেখা রয়েছে।"

মৌনিকার নিজের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। শ্বেতাকে ওর ব্যাগ থেকে ফাইল নিতে বলাটা ঠিক হয়নি। ওর আরও সাবধানী হওয়া উচিত ছিল। মৌনিকা কঠিন চোখে শ্বেতার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ডায়েরিটা আমার ব্যক্তিগত, এটা আমার অনুমতি ছাড়া কেন নিয়েছিস?"

"দিদি, তুমি তো এর আগে বহুবার নিজের ডায়েরি আমাকে পড়িয়েছ।" শ্বেতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে উঠল।

এ কথায় মৌনিকা যেন আরও বেশি করে রেগে গেল। সে চোখে আগুন ঝরিয়ে শ্বেতাকে বলল, "আই রিপিট, এটা আমার ব্যক্তিগত ডায়েরি।"

"দিদি, প্রচুর মানুষের হাতের লেখায় ভরা একটা ডায়েরি কেমন করে তোমার ব্যক্তিগত হল বুঝলাম না।"

মৌনিকা আর কোনও কথা বলল না। ডায়েরিটা ব্যাগে ভরে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

"দিদি, আপনার শরীর ঠিক আছে তো? আপনাকে ফোনে না পেয়ে আপনার কলকাতার বাড়ি থেকে আমাকে ফোন করেছিল।" সন্ধ্যাবেলা চুরকা মৌনিকার ঘরের টেবিলে কফির কাপ রেখে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করছিল। কিন্তু মৌনিকার তখন কোনও দিকে মন নেই, সে টেবিলে রাখা ব্ল্যাক কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে এক মনে ডায়েরি দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এখন ডায়েরিটির কভারের রং হালকা সবুজ, তার মধ্যে একটা আবছা মানুষের অবয়ব আছে। মৌনিকার মনে হল, যেন রঙ্গিতের জলের রং কোনও

এক অজানা উপায়ে এতে লেগে গিয়েছে, সেই রাতে দেখা রহস্যময় লোকটির চেহারার সঙ্গে এই ছবির মিল রয়েছে। সে ডায়েরির পাতাগুলো উলটে লেখাগুলো পড়তে শুরু করল।

"এখন শেষরাত, আজকাল রাতের প্রায় বেশিরভাগ সময় আমি জেগে কাটাই। ঘুম আসতে চায় না। আজ রাতে গেস্ট হাউসের বাইরে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা লক করা। এ নিশ্চয়ই চুরকার কাজ। ও আজ বিকেলে আমাকে কেমন ভয়-নজরে দেখছিল। ও কি কিছু আঁচ করেছে? বেশ কিছু দিন হল আমি বাড়িতে ফোন করছি না। অবশ্য আর কিছু দিন পর মা-বাবা আমার এখানে আসবেন, তেমনই কথা হয়েছে। আমার এখন আর কোনও কিছুতেই মন বসে না। কাল মা-কে ফোন করে ওদের এখানে আসাটা আটকে দিতে হবে। মা কি রাগ করবে? তাতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। রঙ্গিতের সঙ্গে আমি দূরত্ব সহ্য করতে পারি না। বলা ভালো, রঙ্গিত আমাকে নিজের কাছে টেনে রাখে। এ এক অদ্ভুত চোরাটান!

নতুন পাওয়া ডায়েরিটা আজ ভালো করে দেখছিলাম। পাতাগুলো হলদেটে, যেন মরা মানুষের চামড়া। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন মানুষ ডায়েরিটিতে নিজের কথা লিখেছেন। সবগুলোই রঙ্গিতকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন বয়সের পুরুষ-মহিলার সঙ্গে রঙ্গিতের সম্পর্কের বিশদ বিবরণ পড়তে পড়তে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এই অদ্ভুত ডায়েরিটি যে আমাকে দিল সেই লোকটিকে আর দেখতে পেলাম না। তবে ডায়েরির লেখাগুলোর মাঝে কয়েকটি পাতা খালি রয়েছে। পাতাগুলো দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এগুলো আমার জন্য বরাদ্দ। সেদিনের ওই মহিলাটির নিজস্ব হাতে লেখা কথাগুলোও এই ডায়েরিতে আমি খুঁজে পেয়েছি। ভাঙা ভাঙা বাংলায় লিখেছে। কয়েকটি লাইন মাত্র। ওই মহিলাটিও কি তবে আমার মতোই রঙ্গিতের প্রেমে পড়েছিল? আমার এই প্রশ্নের উত্তর পাব বলে মনে হয় না। ওরা মনে করে দরজা বন্ধ করলেই বুঝি আমি রঙ্গিতের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। ওরা জানে না, আমার শরীর থেকে শুরু করে চিন্তা— সব জায়গায় সে আছে।''

"দিদি, সকালে দেখলাম ট্যাঙ্কের জল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এত জল আপনি কী করলেন? আর আপনার গায়ের চামড়া এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?"

চুরকার প্রশ্নে মৌনিকা বিরক্ত হল। সে রেগে গিয়ে বলল, "এখন অফিস

যাওয়ার সময় এত বাড়তি কথা বলো কেন? আর গতকাল রাতে তুমি দরজা লক রেখেছিলে কেন?"

"এখন শীত পড়ছে, আর রাতে বিভিন্ন জন্তু ঘুরে বেড়ায়। সেদিন নদীর ওপার থেকে একটা চিতা মুরগি খেয়ে নিয়েছে। আমার এখানে কোনও ঘটনা ঘটলে মালিক আমায় ছাড়বে না।"

"আমার রাতে নদীতে স্নান করতে ভালো লাগে। আর আমি কোনও জন্তুকে ভয় পাই না। কাল রাতে যেতে পারিনি তাই বাথরুমে স্নান করতে হয়েছে।" তারপর একটু থেমে চুরকার দিকে তাকিয়ে মৌনিকা আবার বলল, "আমার জন্য তুমি একদম ভাববে না। আর বাড়ির ফোন এলে এ সমস্ত কথা বলবে না। আজ থেকে যেন দরজা খোলা পাই আমি।"

চুরকা সম্মোহিতের মতো মাথা নেড়ে মৌনিকার বলা কথায় সায় দিল। চুরকার মনে হল, সে নিজের মধ্যে আর নেই। ওর শুধুই মনে হতে লাগল, মৌনিকার কথা না শুনলে ও ভয়ংকর বিপদে পড়ে যাবে। চুরকা ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিল।

চার

মৌনিকা ঠিক করল অফিস থেকে কিছু দিনের ছুটি নেবে। সে একটা লম্বা সময় রঙ্গিতের সঙ্গে কাটাতে চায়। অফিসের কিছু জরুরি কাজ সেরে মৌনিকা ছুটির দরখাস্ত অনলাইনে জমা দিচ্ছিল।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখল শ্বেতার ছায়া।

শ্বেতা ওর পাশের টেবিলে বসতে বসতে আতঙ্কিত গলায় ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "মৌনিদি, তোমার গায়ের চামড়া এ রকম হল কী করে? মনে হচ্ছে তুমি অনেকক্ষণ জলের মধ্যে বসে ছিলে!"

মৌনিকা শ্বেতার দিকে তাকাল, দিনের বেলা সারা ঘর যেন অন্ধকার করে এসেছে। মনে হচ্ছে, আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ যেমন করে দিনের আলোকে ঢেকে দেয়, ঠিক তেমনই ঘরের সব আলোগুলো আচমকাই কালো করে গিয়েছে। মৌনিকার পিঠে চুলগুলো ছড়ানো রয়েছে। হঠাৎই শ্বেতা দেখল, ওর চোখের সামনে মৌনিকার শরীরের চামড়া যেন আরও গুটিয়ে গেল, খোসা ওঠা স্যাঁতস্যাতে চামড়া নিয়ে সে শ্বেতার দিকে ঘুরে বসল। শ্বেতা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে চিৎকার করে চোখ বন্ধ

করে নিল। কয়েক সেকেন্ড, তারপরই চোখ খুলে দেখল ঘরের পরিবেশে আবার আগের মতে হয়ে গিয়েছে, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই। এক মুহূর্তের জন্য শ্বেতার মনে হল, ওটা বুঝি ওর মনের ভুল। তারপর মৌনিকার দিকে তাকিয়ে দেখল সে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর ঠোঁটে লেগে রয়েছে ক্রূর হাসি। শ্বেতাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মৌনিকা সিট থেকে উঠে গেল।

"চুরকা আর শ্বেতাকে দেখে আজ বেশ মজা লাগছিল। গেস্ট হাউসে থাকলে এখন সারাদিনই আমি বাথরুমে জলের মধ্যে বসে থাকি। তাই শরীরের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সবসময় তো রঙ্গিতের কাছে যাওয়া যায় না, বাথরুমে জলের মধ্যেও আমি ওর স্পর্শ পাই। সেদিন চুরকাকে কী বলেছি আমার ঠিক মনে নেই। তবে সেদিনের পর থেকেই ও আমাকে এড়িয়ে চলে। আজ সারা দিন বাথটবে জলের মধ্যে শুয়ে ছিলাম। রঙ্গিত আর আমার শরীর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। রাতের পর বারে বারে মনে হচ্ছে আজ একটু নদীর মধ্যে যেতে হবে। কী অমোঘ টান, ডায়েরিতে অন্যারাও একই কথা লিখেছে। আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যে আমি ভীষণ কুৎসিত মনে করতাম নিজেকে, সেই আমাকে রঙ্গিত ভালোবেসেছে। আমার শরীরের তৃষ্ণা কিন্তু মেটার পরিবর্তে আরও বেড়ে গেছে। এখন এই বাথটবের জলে থাকতে ইচ্ছে করছে না। যাই, সে আমায় ডাকছে।" মৌনিকা ডায়েরিটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখল।

মাঝরাতে কীসের একটা শব্দে চুরকার ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুমচোখে বাইরের দিকে তাকাল। অমাবস্যার রাতে ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে থাকার পর দেখল মৌনিকা শ্লথ পায়ে বড়ো বড়ো পাথর পেরিয়ে রঙ্গিতের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার শরীরে একটাও সুতো নেই। চুরকা অবাক চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মৌনিকার শরীরের বাদামি নরম দুটো খরগোশের মুখ তখন তার প্রেমিকের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছে। উত্তেজনায় সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। ওর গভীর নাভির নীচে ততোধিক গভীর, ঘন ত্রিভুজ জুড়ে চলছে এক তীব্র পিপাসা। এই তৃষ্ণা জুড়াতে পারে শুধু ওর সামনে বয়ে চলা পুরুষ নদীটি।

মৌনিকা জলে নামল। ক্রমশ যেন পুরুষ নদীটি ওর নরম পেলব শরীর জুড়ে তীব্র স্রোত তৈরি করল। মৌনিকা জলে ডুবে যাওয়ার আগের মুহূর্তে

দেখল অমাবস্যার রাতে আকাশের সিল্যুয়েটে অনেক কালোছায়া অবয়ব। তারা যেন সকলেই মৌনিকাকে তাদের জগতে আহ্বান করছে। মৌনিকা বুঝতে পারল, এরা সবাই ওই ডায়েরির চরিত্র। সে দু'হাত বাড়িয়ে রঙ্গিতকে আলিঙ্গন করল, তারপর জলের মধ্যে ডুবে গেল।

"আমি মাস কয়েক হল সিকিমের লেগশিপ গ্রামে এসেছি। আমার নাম সোহম সেন। এখানে আমাকে নিজের পায়ের জন্য কোনও হীনম্মন্যতায় ভুগতে হয় না। কেউ বলে না, আমি খোঁড়া। কারণ গ্রামের যে বাড়িটিতে আমি থাকি তার কেয়ারটেকারকে আমি মেরে ফেলেছি। সে রঙ্গিতের সঙ্গে আমাকে একান্ত মুহূর্তে দেখে ফেলেছিল। তারপরই সেই মেয়েটি নদীর মধ্যে থেকে উঠে এসে আমায় বলল, ওকে মেরে ফেলতে। মেয়েটার সারা শরীরের চামড়া জলে ডোবা মানুষের মতো ফ্যাকাশে, মুখ জুড়ে রয়েছে পঙ্কের দাগ। ও চলে যাওয়ার পর আমার ঘরে ডায়েরিটা পেয়েছি। আমি এখন দিনের বেশিরভাগ সময়ে রঙ্গিতের সঙ্গে কাটাই। ওর জলের প্রচণ্ড স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে আনন্দের জগতে। কী তীব্র সেই শরীরী সুখ! আমি রঙ্গিতের সমর্থ শরীরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিই। আমি জানি, আমি একা নই। রঙ্গিতের আমার মতো প্রচুর প্রেমিক-প্রেমিকা আছে। এই ডায়েরিটা পেয়ে এর হলদেটে কাগজের পাতায় আমি লিখছি। এর প্রতিটি পাতা যেন এক একটা প্রেমের গল্প। বাইরের পৃথিবীর কাছে হয়তো এই প্রতিটি চরিত্র নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমি জানি ওরা সকলে রঙ্গিতের কাছে আসে। কখনও ছায়া হয়ে কখনও সশরীরে, রঙ্গিত ওদের দিয়েছে এক অন্য জগত।

একটা কথা তো লেখাই হয়নি, আমি এখন আর খোঁড়া নই। আমার বাঁ পায়ের হাঁটুর পাশ থেকে আরও একটা হাঁটু সমেত পা তৈরি হয়েছে। নদীটা ওই পা ভীষণ ভালোবাসে।

ওই তো রঙ্গিত তোমাকেও ডাকছে, তুমি শুনতে পাচ্ছো না ওর কলকল শব্দ? ভয় পেও না, ওর শরীরের নরম বিভঙ্গ আর ঠান্ডা স্পর্শে তুমি মোহিত হয়ে যাবে। নেশা চারিয়ে ওঠবে তোমার শিরায় শিরায়। ওই ডাক এলে এড়ানো যায় না। যেতেই হয়। নদীটার গভীর পান্না রঙের মধ্যে একসময় তুমি চিরতরে তলিয়ে যাবে। এই পৃথিবীর কোনও কিছুই তখন তোমাকে টানবে না আর। কী ভীষণ অথচ গভীর এই চোরাটান, এর থেকে কারোর নিষ্কৃতি নেই।"

*****